যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায় মহান বিজয় দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে দর্শনার বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে র্যালি, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে সকাল সাড়ে ৮টায় এসব সংগঠন র্যালি করে দর্শনা কেরু আনন্দ বাজার বিজয় স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এরপর সকাল সাড়ে ৯টায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির উদ্যোগে দর্শনা কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন কেরু ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

দর্শনা পৌরসভা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, কেরু চিনিকল কর্তৃপক্ষ, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার, দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশ জাসদ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, দর্শনা প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), কেরু মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ, দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতি, দর্শনা কাস্টমস, দর্শনা মৌচাক সামাজিক সংস্থা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা আঁচল ব্যান্ড সংগীত গোষ্ঠী, লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দর্শনা উইমেন্স ক্লাব, পূর্ব রামনগর সরকারি বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান র্যালিতে অংশ নেয়।

র্যালি শেষে এসব প্রতিষ্ঠানে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা কেরু চিনিকলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সকাল ৮টায় শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, ফাইন্যান্স ও অর্থ বিভাগের আব্দুছ ছাত্তার, জিএম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, এডিএম মির্জা গালিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে রাব্বিক হাসানের সহযোগিতায় কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

এদিন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন

সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে নানা কর্মসূচি পালন করে।

নানা আয়োজনে কোটচাঁদপুরে মহান বিজয় দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। দিনটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় ব্যাপক প্রস্তুতি।

মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের শুভ সূচনা করা হয়। এরপর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবস্থিত উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সকাল ৮টায় কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দিনের মূল কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এনামুল হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুউজ্জামান এবং উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এরপর পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস, স্কাউটস, গার্লস গাইড এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হয়। কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এনামুল হাসান।

দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এসময় বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য তুলে ধরে নতুন প্রজন্মের

কাছে সঠিক ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

দিনের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল হাসপাতাল ও এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে কোটচাঁদপুর শহরকে বর্ণিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসবের আমেজ তৈরি করেছে।

হরিণাকুণ্ডুতে বিজয় দিবস পালিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টায় সূর্যোদয়ের সাথে সাথে হরিণাকুণ্ডু থানা চত্ত্বরে ৩১ বার তোপধ্বনি এবং সকল সরকারী, আধাসরকারী,স্বায়ত্তশাসিত, বে-সরকারী ভবন সমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে দিনের শুভ সূচনা করা হয়।

এরপর সকাল ৮টায় উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামের শহীদ বেদীতে উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা বিএনপি, হরিণাকুণ্ডু পৌরসভা, হরিণাকুণ্ডু থানা, বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন পৃথক ভাবে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। এছাড়া সকাল ৯টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ দিদারুল আলমের সভাপতিত্ব উপজেলার প্রিয়নাথ স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন,জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের সমাবেশ, কুজকাওয়াজ ও ডিসপ্লে প্রদর্শন করা হয়।

একই দিনে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় ।

এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ঈশিতা আক্তার, হরিণাকুণ্ডু বীর মুক্তিযোদ্ধার কমান্ড আহবায়ক

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ জোয়ার্দ্দার, হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম কিবরিয়া হাসান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (টি,এইচ,ও) ডাঃ আলমগীর হোসেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ উজ্জ্বল কুমার কুণ্ডুু, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাষ্টার, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শাখার সেক্রেটারী মোঃ ইদ্রিস আলী মাস্টার, গণআধিকার পরিষদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শাখার আহবায়ক আমর বিন মারুফ (জিতু), শিশু কলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়ামত আলী, আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাসদুল হক (টিটু), বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।

মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর সঞ্চালনায় আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডাঃ এ কে এম আবু সাইদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের

কর্মকর্তারা এবং সম্মানিয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।

আলোচনা সভায় মুক্তিযোদ্ধাগন মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের বিনিময়েই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের ফুল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় এবং সম্মানী ও উপহার সামগ্রী প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে মহান বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। পরে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় সেখানে কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ পুলিশ, জেলা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি সরকারি কলেজ, বিএনসিসি সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির এবং পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

পরে তারা শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে দেন। এরপর জেলা প্রশাসক মেহেরপুরবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ শরীরচর্চা প্রদর্শনী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর, এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস।

প্রত্যুষে মেহেরপুর সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে পুলিশ সুপার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এছাড়াও এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এরপর একে একে জেলার মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

সকাল ৯টায় স্টেডিয়াম মাঠে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দিনের বিভিন্ন সময়ে আলোচনা সভা, উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিএনপির বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিএনপির বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি সহ অঙ্গসংগঠন ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের আয়জনে এক বর্নাঢ্য বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বিএনপির বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, সদর বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক একরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক রকিবুল হাসান তোতা, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, জনি, উপজেলা ছাত্র দলের আহবায়ক আফজালুর রহমান সবুজ, সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক ইনজামামুল হক সহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত বিএনপি ও তার সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের অসহযোগ অঙ্গ সংগঠনের অসংখ্য নেতা কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালন

“বিজয়ের দ্যুতিতে জাগে প্রাণ, বৈষম্য রুধিতে করি জীবন দান” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

১৬ ই ডিসেম্বর (সোমবার) সূর্যদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনীর মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। এরপরে সকাল ৮টায় নাটুদাহ আটকবর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তাবক অর্পণ, উপজেলা চত্বরে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে বিজয় মেলার উদ্বোধন, উপজেলা অডিটোরিয়াম হলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পড়িবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও বিজয় দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগীতাসহ দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহল। এসময় তিনি বলেন, আজ ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। আমাদের চিরগৌরবের দিন।আজ পৃথিবীর মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকার স্থান পাওয়ার দিন। বাংলাদেশ নামে নতুন একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের আত্মপ্রকাশ ঘটে এদিন।

১৯৭১ সালের দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে এই দিনে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল বীর বাঙালি। আজকের দিনটি একদিকে যেমন এ দেশের মানুষের কাছে চিরগৌরব ও আনন্দের, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে স্বজন হারানোর বেদনায় নীল।

এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান,উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার,উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা হেলেনা আক্তার নিপা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা লিলিমা আক্তার হ্যাপি, সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি

শামসুজ্জোহা পলাশ, বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন, খাজা আবুল হাসনাত, বিলাল উদ্দিন, রেজাউল করিম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহানসহ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি, সুধিবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী, মুক্তিযুদ্ধা পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ। বিজয় মেলায় কৃষি, কুটির শিল্প ও উদ্যোক্তাদের তৈরি বিভিন্ন পন্যের প্রদর্শনসহ মোট ১৮টি স্টল স্থান পেয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ৩৮০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এর মধ্যে জীবিত ১৮২ জন মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে সম্মানী পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মামুনুর রশীদ, বাইবেল থেকে পাঠ করেন রেভারেন্ড ডমিনিক মন্ডল।

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যদায় মহান বিজয় দিবস পালিত

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যদায় নানা আয়োজনে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। এ সব কর্মসূচির মধ্যে ছিলো রাত ১২টা ১ মিনিটে চিনিকল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের তোপধ্বনী, এ উপলক্ষে দর্শনা পৌরসভার আয়োজনে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন, দর্শনা কেরুজ আনন্দবাজার স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পমাল্য অর্পন, শপত বাক্য পাঠ, দোয়া মাহফিল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়েতের সহকারী সেক্রেটারী আব্দুল কাদের ও পৌর আমির সাইকুল আলম অপু, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ও প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট ও শ্রমিক দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু, কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান, কেরুজ শ্রমিক ও কমূচারী

ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও সাবেক শ্রমিক নেতা হাফিজুল ইসলাম ও মাসুদ সংগঠনের কর্নধর সৌমিক হাসান রুপমসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শহীদ মিনারে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায়।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী। এরপর দর্শনা পৌরসভাসহ দর্শনা পৌরসভার আয়োজনে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন, দর্শনা কেরুজ আনন্দবাজার স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পমাল্য অর্পন, শপত বাক্য পাঠ, দোয়া মাহফিল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়েতের সহকারী সেক্রেটারী আব্দুল কাদের ও পৌর আমির সাইকুল আলম অপু, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ও প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট ও শ্রমিক দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিজয় দিবসের নানা কর্মসুচি পালন করেছেন।

এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিলো, সকাল সাড়ে ৮টায় দর্শনা কেরু চিনিকলের ফুটবল মাঠে নিজ নিজ সংগঠনের ব্যানার নিয়ে উপস্থিতি।

১৬ ডিসেম্বর সোমবার সকাল ৯টায় জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন।চিনিকল কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগীতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতা ও পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া বিজয় দিবসে কেরুজ জেনারেল অফিস, ডিষ্টিলারী কারখানা, কেরুজ ক্লাব ও ইউনিয়ন অফিস আলোকসজ্জা করা হয়েছে। সবশেষে সন্ধায় কেরুজ ক্লাব মাঠে সাংস্কৃতিক সন্ধার আয়োজন করা হয়।এসব সংগঠনের মধ্যে ছিলো দর্শনা পৌরসভা, দর্শনা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার, দর্শনা প্রেসক্লাব, দর্শনা সরকারী কলেজ, দর্শনা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ ট্রাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হিন্দোল সংগীত পরিষদ, দর্শনা গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার, শান্তি নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দর্শনা ডি এস ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসা, দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর মাধ্যামিক বিদ্যালয়, দর্শনা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাথাভাঙ্গা যুব সংঘ, পশ্চিম রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিন চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌচাক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন

দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ ও নাটুদহ হাই স্কুলের শিক্ষক আনোয়ার হোসেন।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে বিজয় দিবস। সোমবার (১৬ ই ডিসেম্বর) সকালে সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গনে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় সেখানে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ পুলিশ, জেল পুলিশ,ফায়ার সার্ভিস ও আনসার ও ভিডিপি।
এ সময় জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ও পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

পরে জেলা প্রশাসক মেহেরপুর বাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। পরে সেখানে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তরিকুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডাঃ মহী উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ রনি আলম নূর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিম সহকারী কমিশনার মোঃ আবীর হোসেন, মোঃ সাজেদুল ইসলাম, তানজিনা শারমিন দৃষ্টি, মোঃ হাবিবুর রহমানসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।